তারিখ ... 17 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

# শ্রেণিকক্ষে নোট গাইডের বৈধতা চায় প্রকাশকরা

## মন্ত্রণালয়, শিক্ষক, অভিভাবকরা বিস্মিত

■ নিজামুল হক

শ্রেণিকক্ষে নোট গাইডের বৈধতা চায় 'নোট গাইড' মালিকরা। আর এ কারণেই প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে নিষিদ্ধ নোট গাইডের বিষয়ে শাস্তির বিধান রাখায় এর বিরোধিতা করছেন তারা। অন্যদিকে নোট গাইড মালিকদের এমন চিন্তাভাবনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রণালয়, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা।

আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রণয়নকৃত বই ব্যতীত অন্য কোনো বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না। এই বিধান লংঘন করলে প্রকাশক ও প্রতিষ্ঠান প্রধান অনধিক দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা ছয়মাসের কারাদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এছাড়া এসব অপরাধে জড়ালে এমপিও (বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ) স্থগিত, কর্তন বা বাতিলের কথাও বলা হয়েছে। এই খসড়ায় আরো বলা হয়েছে, এনসিটিবি থেকে পাণ্ডুলিপির অনুমোদন নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা প্রকাশক কেবল সহায়ক শিক্ষা উপকরণ বা সহায়ক পুস্তক বা ডিজিটাল শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রকাশ করতে পারবেন। কোনো নোট গাইড প্রকাশ করতে পারবে না।

এছাড়া নোট গাইডের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এনসিটিবি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন ছাড়া যে পুস্তকসমূহে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে শুধু বিভিন্ন পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর উত্তর লেখা থাকে যা অধ্যয়ন করলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বাধাগ্রস্ত হয়, শিক্ষার্থীরা মূল পাঠ্যপুস্তক পাঠে উৎসাহ হারায়।

নোট গাইডের ব্যাখ্যা এবং শাস্তির ধারা সবই বাতিলের দাবিতে ইতিমধ্যে আন্দোলনে রয়েছেন নোট গাইড মালিকরা। তারা বাধাহীন নোট গাইড ছাপতে কঠোর কর্মসূচির হুমকি দিয়েছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশন ও বিক্রেতা সমিতির নেতারা একটি সংবাদ সম্মেলনে প্রস্তাবিত আইনের এই ধারাগুলো বাতিলের দাবি জানিয়েছে। গত ১০ এপ্রিল দেশে বইয়ের দোকান বন্ধ রেখে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। দাবি না মানলে আরো কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে এমন হুমকিও রয়েছে তাদের।

রাজধানীর একটি স্কুলের শিক্ষক নজরুল ইসলাম জানান, সমিতির এই অনৈতিক দাবি শিক্ষায় প্রভাব ফেলবে। প্রতিভা বাধাগ্রস্ত হবে। শতভাগ ব্যবসায়িক মানসিকতা নিয়েই তারা মাঠে নেমেছে। দেশের শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় নেননি।

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

## শ্রেণিকক্ষে নোট গাইডের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের এক অভিভাবক বলেন, নোট গাইড কিনতে গিয়ে আমরা বাড়তি অর্থ খরচ করছি। অথচ বিনামূল্যে সরকার বই দিচ্ছে। সরকারের ভালো উদ্যোগ ভেস্তে দিতেই মাঠে নেমেছে নোট গাইড মালিকরা।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, নোট গাইড মালিকরা নোট গাইডের পক্ষ নিয়ে শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্তকরণে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। এবারও তারা একই পথে হাঁটছে বলে মন্ত্রণালয় মনে করছে। তবে এবার মন্ত্রণালয় কঠোর অবস্থানে থাকবে।

সমিতির নেতা আলমগীর সিকদার লোটন এ বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, শিক্ষা আইনে নোট বই বা গাইড বইয়ের সংজ্ঞা কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে নোট ও গাইড বইয়ের যে সংজ্ঞা দেয়া আছে, সেটাও বাস্তবসম্মত নয়। এ জন্য নোট ও গাইড বইয়ের সংজ্ঞা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তির যে ধারা আছে, তা বাতিল করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, বেসরকারি প্রকাশকরা যাতে স্বাধীনভাবে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সব ধরনের সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশ ও বাজারজাত করতে পারেন, সে লক্ষ্যে উপযুক্ত ধারা-উপ ধারাসমূহ সংশোধনপূর্বক বিশ্বমানের ও সমতাভিত্তিক এবং সহজলভ্য কিন্তু মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করার দাবি জানাচ্ছি।

নোট গাইড প্রকাশে জড়িত ব্যবসায়ীরা বলেছেন, সব শিক্ষার্থী নোট-গাইডের সহায়তা নেয়। তারপরও এটিকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের মাধ্যমে, সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনেক আগেই নোট ও গাইড বই নিষিদ্ধ করেছে। উদ্দেশ্য: মূল পাঠ্যবই পড়েই যাতে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারে। জাতির কল্যাণ বিবেচনায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতও এ নিষেধাজ্ঞার পক্ষে রায় দিয়েছেন। তারপর শিক্ষা আইনে নিষিদ্ধের বিষয়টি আবারো তুলে ধরে এর শাস্তির বিধান যোগ করা হয়েছে। এতেই ব্যবসায়ীদের আপত্তি। ব্যবসায়ীদের এই আপত্তিই প্রমাণ করে- শ্রেণিকক্ষে তারা এই নিষিদ্ধ নোট গাইডের বৈধতা চায়।

২০১১ থেকে শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়ে ৩ বার এর খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু নিজস্ব স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে এমন আশঙ্কায় শিক্ষক সংগঠনের আপত্তি, আবার কখনো নোট গাইড মালিকদের সমালোচনায় খসড়া চূড়ান্ত করা হয়নি। চলতি মাসে আবারও শিক্ষা আইনের খসড়া প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু নোট গাইডের সংজ্ঞা এবং এর শাস্তির ধারা বাতিলের দাবিতে এবারও আন্দোলনে নেমেছে নোট গাইড মালিকরা। অন্যদিকে অভিভাবকরা নোট গাইড বাতিল এবং এর শাস্তির বিধান আরো বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন।